EIIN : ১৩৮৩৭২

কলেজ কোড: ২১৮৭

"সুশিক্ষা আলোকিত জীবনের পাথেয়"

গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ

কলেজ শাখার প্রসপেক্টাস

২০২৬-২০২৭

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা, গাজীপুর সেনানিবাস, গাজীপুর-১৭০৩।

কলেজ পরিচিতি

একটি আধুনিক ও আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি হিসেবে ২০১৭ সালে গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা (বিওএফ), গাজীপুর সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক নয়; বরং নৈতিক, সামাজিক ও নেতৃত্বমূলক গুণাবলিতে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সেনা তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও আধুনিক শিক্ষার মেলবন্ধনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এখানে রয়েছে দক্ষ, আন্তরিক ও অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ, যারা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক উৎকর্ষের পাশাপাশি জীবনের নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত করে তোলেন। প্রতিষ্ঠানে রয়েছে মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, সুসজ্জিত বিজ্ঞানাগার, সমৃদ্ধ পাঠাগার এবং নিরাপদ ইন্টারনেট সুবিধা–যা শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিনির্ভর যুগোপযোগী শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করে। ক্যাম্পাসজুড়ে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক মেডিকেল রুম গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজকে একটি নিরাপদ ও যত্নশীল শিক্ষাঙ্গনে পরিণত করেছে। শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য রয়েছে খেলার মাঠ, সাংস্কৃতিক মঞ্চ, নিয়মিত বিতর্কচর্চা এবং সৃজনশীল কার্যক্রম। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা এবং মানবিক শাখায় পাঠদান করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয় একজন অভিজ্ঞ সেনা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এবং পরিচালনা পর্ষদের সক্রিয় অংশগ্রহণে। প্রতিষ্ঠানটি একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, নেতৃত্ব এবং সৃজনশীলতার সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেখানে রয়েছে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দিন নতুন কিছু শেখা, বেড়ে ওঠা ও নিজেকে তৈরি করার সুবর্ণ সুযোগ।

এক নজরে গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ

কলেজ শাখা

প্রতিষ্ঠানের নাম	:	**গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ**
অবস্থান	:	বিওএফ, গাজীপুর সেনানিবাস, গাজীপুর
প্রতিষ্ঠা সাল	:	২০২০
বর্তমান শিক্ষক সংখ্যা	:	৩২ জন
মোট আসন সংখ্যা	:	১০০০
মোট ল্যাবরেটরির সংখ্যা	:	৪ টি
ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ	:	১৪ টি
মোট ক্লাব সংখ্যা	:	১২ টি

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তোলার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার প্রসার এবং দেশের মানবসম্পদের উন্নয়ন করা।

ভিশন

প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিপথ হলো সুবিস্তৃত ও আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা, যা শিক্ষার্থীদের বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করে তুলবে।

মূলমন্ত্র ▸ "সুশিক্ষা আলোকিত জীবনের পাথেয়"

আসন সংখ্যা

বিভাগ	আসন সংখ্যা
বিজ্ঞান	২৫০
ব্যবসায় শিক্ষা	৮০
মানবিক	১৭০

ভর্তির নিয়ামাবলি

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

০১ ভর্তি নিশ্চায়নের স্লিপ ০১ (এক) কপি।
০২ এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত মূল প্রশংসাপত্র।
০৩ ট্রান্সক্রিপ্ট ও প্রশংসাপত্রের ফটোকপি ০১ (এক) কপি।
০৪ সেনানিবাসে কর্মরত ও প্রতিরক্ষা খাত থেকে বেতনভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সন্তানের ক্ষেত্রে (SQ কোটা) ইউনিট প্রধান/অফিস প্রধানের প্রত্যয়নপত্র।
০৫ মুক্তিযোদ্ধা কোটার ক্ষেত্রে (FQ কোটা) সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র।
০৬ সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ০২ (দুই) কপি রঙিন ছবি।
০৭ জন্ম নিবন্ধনের ফটোকপি।
০৮ বাবা অথবা মায়ের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।
০৯ অভিভাবকের পাসপোর্ট সাইজের-০১ (এক) কপি ছবি।

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- একজন দক্ষ ও চৌকস সেনা কর্মকর্তা অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ।
- সামরিক ও অসামরিক সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদ।
- মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে পৃথক কলেজ ভবন।
- আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা।
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম।
- আধুনিক গবেষণাগার।
- ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব ও বিজ্ঞান ক্লাবসহ বিভিন্ন ধরনের ক্লাব সুবিধা।
- সুবিশাল খেলার মাঠ।
- ক্যান্টিনের সুব্যবস্থা।

হাউজ পরিচিতি

গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ শিক্ষার্থীদের নৈতিক, সামাজিক ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে একটি শক্তিশালী হাউজ পদ্ধতি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মোট চারটি স্বতন্ত্র হাউজে বিভক্ত করা হয়। হাউজগুলো হলো জয়নুল, রোকেয়া, নজরুল এবং ভাসানী। প্রতিটি হাউজ একজন আদর্শ ব্যক্তির নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে, যাঁদের জীবনাদর্শ ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করে।

জয়নুল হাউজ	প্রকৃতি, শিল্প ও দেশপ্রেমের প্রতীক।
রোকেয়া হাউজ	নারীশিক্ষা ও সাম্যের আদর্শে উজ্জীবিত।
নজরুল হাউজ	সাহসিকতা, মানবতা ও সাহিত্যপ্রেমের প্রতিচ্ছবি।
ভাসানী হাউজ	নেতৃত্ব, ন্যায় ও সমাজসেবার অনুপ্রেরণা।

লে. কর্নেল মোঃ জয়নাল আবেদীন, পিএসসি, এমফিল, এইসি
অধ্যক্ষ

কলেজ শাখার শিক্ষকবৃন্দ

বাংলা বিভাগ

সুমাইয়া খানম
প্রভাষক, বাংলা

সৈয়দ জাহিদুর রহমান
প্রভাষক, বাংলা

মারিয়া রানা মিতু
প্রভাষক, বাংলা

ইংরেজি বিভাগ

শেখ নাসির উদ্দিন
প্রভাষক, ইংরেজি

মিজানুর রহমান
প্রভাষক, ইংরেজি

মোঃ আতিকুর রহমান
প্রভাষক, ইংরেজি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

অনন্যা ইসলাম
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

মোঃ শাহাবুব আলম
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

মোঃ তারেক হাসান
প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ ছাব্বির হোসেন
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

মোঃ বায়োজীদ
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান

রসায়ন বিভাগ

মোঃ খোকন মিয়া
প্রভাষক, রসায়ন

সাইফ উদ্দিন আহমেদ
প্রভাষক, রসায়ন

মোঃ হাসান মাহমুদ
প্রভাষক, রসায়ন

নুরজাহান আক্তার
প্রভাষক, রসায়ন

জীববিজ্ঞান বিভাগ

প্রতিকা সরকার
প্রভাষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

রাহাত আরা খানম
প্রভাষক, প্রাণিবিজ্ঞান

জেরিন নিশাত
প্রভাষক, প্রাণিবিজ্ঞান

মোঃ শিহাব হাসান
প্রভাষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান

গণিত বিভাগ

মোঃ জহিরুল ইসলাম
প্রভাষক, গণিত

মোঃ সাদ্দাম হোসেন
প্রভাষক, গণিত

মোঃ রায়হান
প্রভাষক, গণিত

ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ

মোঃ মাহবুবুল আলম ইমরান
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান

সাদ্দাম হোসেন
প্রভাষক, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা

কে. এম. আব্দুল্লাহ্ আল আমিন
প্রভাষক, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

শিরিন আক্তার
প্রভাষক, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন

মানবিক বিভাগ

কাবেরী কবীর
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান

তাসরিন সরকার
প্রভাষক, ভূগোল

মনি সরকার জুঁই
প্রভাষক, অর্থনীতি

মুবাশ্বিরুজ্জামান হাসান
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

পরিসংখ্যান বিভাগ

আফরিন জাহান খান বনি
প্রভাষক, পরিসংখ্যান

প্রদর্শক

মোঃ এস এম মানিক
প্রদর্শক, আইসিটি

আনিকা ফারাহ তুহিন
প্রদর্শক, রসায়ন

ইফরাত শারমীন
প্রদর্শক, জীববিজ্ঞান

কোর্সের বিবরণ

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের বিভাগভিত্তিক বিষয়ের তালিকা:

ক।	**সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক বিষয় :** ১। বাংলা ২। ইংরেজি ৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
খ।	**বিজ্ঞান বিভাগ :** **আবশ্যিক বিষয় :** ৪। পদার্থবিজ্ঞান ৫। রসায়ন ৬। জীববিজ্ঞান অথবা উচ্চতর গণিত **ঐচ্ছিক বিষয় : (যেকোনো একটি নেওয়া যাবে)** ১। জীববিজ্ঞান ২। উচ্চতর গণিত ৩। পরিসংখ্যান
গ।	**ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ :** **আবশ্যিক বিষয় :** ৪। ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ৫। হিসাববিজ্ঞান ৬। ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা অথবা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন **ঐচ্ছিক বিষয় : (যেকোনো একটি নেওয়া যাবে)** ১। ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা ২। উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ৩। পরিসংখ্যান
ঘ।	**মানবিক বিভাগ :** **আবশ্যিক বিষয় :** ৪। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৫। অর্থনীতি ৬। ভূগোল অথবা সমাজবিজ্ঞান **ঐচ্ছিক বিষয় : (যেকোনো একটি নেওয়া যাবে)** ১। ভূগোল ২। সমাজবিজ্ঞান ৩। পরিসংখ্যান

শাখাসমূহের শ্রেণিবিন্যাস

বিভাগ	শাখার নামসমূহ
বিজ্ঞান	ইলেকট্রন (Electron), প্রোটন (Proton), নিউট্রন (Neutron)
মানবিক	জেনিথ (Zenith), হরাইজন (Horizon)
ব্যবসায় শিক্ষা	ফ্যালকন (Falcon)

সেশন চার্জ ও টিউশন ফি

ক্ষেত্র	বিজ্ঞান		ব্যবসায় শিক্ষা		মানবিক	
	সামরিক	বেসামরিক	সামরিক	বেসামরিক	সামরিক	বেসামরিক
সেশন চার্জ-একাদশ	১১,৬৫০	১৩,৬৫০	১১,৬৫০	১৩,৬৫০	১১,৬৫০	১৩,৬৫০
সেশন চার্জ-দ্বাদশ	১০,৭৫০	১২,৭৫০	১০,৭৫০	১২,৭৫০	১০,৭৫০	১২,৭৫০
মাসিক বেতন	১,১৭৫	২,৫৩০	১,১৫০	২,২০০	১,১২৫	২,০০০

বেতন পরিশোধ পদ্ধতি

* প্রতি মাসের বেতন ঐ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বিকাশ/ ট্যাপ/ রকেট মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

সুযোগ-সুবিধা

ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষে প্রজেক্টর ও উন্নত অডিও সিস্টেমের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা।

পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারে সূত্র, নীতি ও তত্ত্বের হাতে-কলমে পরীক্ষণ।

রসায়ন গবেষণাগারে বিভিন্ন বিক্রিয়া, পর্যবেক্ষণ, দ্রবণ প্রস্তুতি ও শনাক্তকরণ।

জীববিজ্ঞান গবেষণাগার তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সুদৃঢ় করে।

শিক্ষার্থীদের তথ্য ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রয়েছে আধুনিক আইসিটি ল্যাব।

স্বশিক্ষা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার জন্য রয়েছে সমৃদ্ধ পাঠাগার।

প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য মেডিকেল কক্ষ।

সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল ক্যান্টিন।

অর্জন

ক) বিগত বছরের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের সার সংক্ষেপ:

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	পাশের হার (%)	A+	A	A-	B
২০২৫	২৫২	৯৮.৮০	২৫	১৫৯	৫৮	৫৮
২০২৪	১৫৯	১০০	৫৮	১০১	-	-
২০২৩	১১৫	৯৯.১৪	৭	৭৭	২৮	২৮
২০২২	৫৩	১০০	২২	২৯	২	২

খ) ২০২৬ সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের একাংশ:

এইচ.এম. সাদমান সাকিব (বুয়েট)
আহনাফ মুহতাসিম তাবিব (কুয়েট)
মুশফিক কামাল (কুয়েট)
ফাবিহা রায়হান (আর্মি মেডিকেল কলেজ, বগুড়া)
শাহরিয়ার আলম (আর্মি মেডিকেল কলেজ, বগুড়া)
মারজুক আহমেদ মাহি (বুটেক্স)
অর্নি সুলতানা (ঢা.বি.)
মিনহাজ হাসান মুয়িদ (ঢা.বি)
মোঃ ইমরান (নিটার)

সাইমুম (রা.বি.)
হালিমা খাতুন (রা.বি)
রায়হান খান (রা.বি.)
মোঃ সালিম মাহমুদ (রা.বি.)
মিশকাত হোসেন সায়েম (জ.বি)
শাহরিয়ার ফেরদৌস লিমন (নো.বি.প্র.বি)
মিরাজ সরকার সামি (সি.কৃ.বি.)
আব্দুল্লাহ আল নোমান (খু.বি.)
আবু সাঈদ নেহন (ঢা.কে.বি)

আল-নাহিয়ান (খু.বি.)
নাহিম সিদ্দিকী (চ.বি)
মোঃ সাদিম (শা.বি.প্র.বি)
ইশতিয়াক জামান (শা.বি.প্র.বি)
মোঃ জুনায়েদ সিদ্দিকী (হা.বি.প্র.বি)
ফাহাদ (প.বি.প্র.বি)
মুশফিকুর রহমান (ইস্তানবুল আইদিন বি.)
সাইফা সাইদ তমা (ঢা.কে.বি)
শাহরিয়ার নাজিম রাফিত (স্টেট.ক.হে.সা)

আরিফুল ইসলাম আবির (গা.কৃ.বি)
আরেফিন তানভীর (জা.ক.কা.ন.ই.বি)
সাইফুল ইসলাম সোহান (ঢা.কে.বি)
সিহাব উদ্দিন (ঢা.কে.বি)
আশরাফুল ইসলাম (খু.বি)
নিলয় চন্দ্র শীল (কু.ই.বি)
মায়মুনা আক্তার (পা.বি.প্র.বি)
আনন্দ পাল (ঢা.কে.বি)

গ) ২০২৫ সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের একাংশ:

হরিপদ সাহা (বুয়েট)
ফাহাদ সরকার (কুয়েট)
মাহমুদুল হাসান (চুয়েট)
শাকেরাতুন নিসা (তাজউদ্দিন মেডি. কলেজ)
নাহিয়ান জামান (ঢা.বি)
সাদিয়া মেহজাবিন (জা.বি)
ইফাত আরা মুনা (চ.বি)
তন্ময় সরকার (গুচ্ছ)
নূর-ই-তাবাসসুম (জ.বি)

আশিকুজ্জামান রুমেল (শা.বি.প্র.বি.)
সুহাইল আসনাফ (গা.কৃ.বি)
সাইমুম আরাফাত (এম.আই.এস.টি.)
এহসান এফাজ (ম.প্র.ক)
আহাদ বাবু জনি (পি.বি.প্র.বি)
হাসান শাহরিয়ার (জ.বি)
শাখাওয়াত হোসেন (জা.ক.কা.ন.ই.বি)
মেহেরাব হোসেন প্রত্যয় (পা.বি.প্র.বি)
মাসুদ রানা (শা.বি.প্র.বি.)

সাইফুন্নেসা আজমিরা (গো.বি.প্র.বি)
আলফেস সানি (র.টে.ক)
আতিয়া ফাইরুজ (পাইজার-বিউপি)

ঘ) ২০২৫-২৬ সালে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কলেজের অর্জনসমূহ:

প্রতিযোগিতার নাম	শ্রেণি	অর্জন
আন্তঃক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং ইংলিশ ভার্সন স্কুল ও কলেজের খেলাধুলা প্রতিযোগিতা-২০২৫ (ফুটবল-কলেজ পর্যায়)	একাদশ এবং দ্বাদশ	আন্তঃক্যান্টনমেন্ট ঢাকা অঞ্চল (রানার্স আপ)
২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কুচকাওয়াজ (জেলা পর্যায়)	একাদশ এবং দ্বাদশ	২য় স্থান
মহান বিজয় দিবস-২০২৫ উপলক্ষ্যে জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার গাজীপুর কর্তৃক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতা (জেলা পর্যায়)	একাদশ	২য় স্থান
	দ্বাদশ	১ম স্থান
৪৭ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা (জাতীয় পর্যায়)	দ্বাদশ	২য় স্থান
১০ম বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা (জাতীয় পর্যায়)	দ্বাদশ	৫ম স্থান
মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও অবৈধ প্রচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, গাজীপুর কর্তৃক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতা (জেলা পর্যায়)	একাদশ	১ম স্থান
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গাজীপুর জেলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতা (জেলা পর্যায়)	একাদশ	১ম স্থান
বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষ্যে গাজীপুর জেলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতা (জেলা পর্যায়)	একাদশ	১ম স্থান
দুর্নীতি বিরোধী রচনা প্রতিযোগিতা (জেলা পর্যায়)	একাদশ	১ম স্থান
জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৬ উপলক্ষ্যে জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, গাজীপুর কর্তৃক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতা	দ্বাদশ	১ম স্থান
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬ (স্কুল ও কলেজ)	দ্বাদশ	১ম স্থান

প্রতিভার বিকাশ, শ্রেষ্ঠত্বের সাধনা এবং ধারাবাহিক সাফল্যে সমৃদ্ধ আমাদের অর্জনের ভাণ্ডার।

সহশিক্ষা কার্যক্রম

ক্লাবসমূহ

গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, নেতৃত্বগুণ, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং সমাজসেবামূলক মানসিকতা বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ক্লাব গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি ক্লাব নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করে থাকে এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে মুখর থাকে।

ক্রমিক নং	ক্লাবের নাম
০১	আবৃত্তি ও ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব
০২	বিতর্ক ক্লাব
০৩	কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও রোবটিক্স ক্লাব
০৪	বিজ্ঞান ক্লাব
০৫	গণিত ক্লাব
০৬	প্রকৃতি ও পরিবেশ ক্লাব

ক্রমিক নং	ক্লাবের নাম
০৭	ব্যবসায় শিক্ষা ও ক্যারিয়ার ক্লাব
০৮	স্পোর্টস ক্লাব
০৯	আর্ট ক্লাব
১০	ফটোগ্রাফি ক্লাব
১১	সাধারণ জ্ঞান ক্লাব
১২	মিউজিক ক্লাব

বিএনসিসি

গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব ও নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (BNCC) কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সামরিক মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, শৃঙ্খলাবোধ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

আন্তঃহাউজ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৬-এ জাতীয় শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে মাঠ প্রদক্ষিণ করছে গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের বিএনসিসি প্লাটুন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা ও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন ইনডোর ও আউটডোর গেমস আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতাগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ দৌড় প্রতিযোগিতা, দীর্ঘলাফ ও উচ্চলাফ, ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা, বল নিক্ষেপ, ব্যাডমিন্টন, কাবাডি। বিজয়ীদের সার্টিফিকেট ও ট্রফি প্রদান করে পুরস্কৃত করা হয়।

আন্তঃহাউজ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৬-এ চ্যাম্পিয়ন জয়নুল হাউজের ট্রফি গ্রহণ শেষে সভাপতি মহোদয়ের সঙ্গে বিজয়ের আনন্দমুখর মুহূর্ত।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শিক্ষার্থীদের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা করে গড়ে তুলতে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অভিভাবক ও অতিথিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে বৈশাখী মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা।

পাঠদান পদ্ধতি

শ্রেণি কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করার জন্য বিষয় শিক্ষকগণ পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে পাঠদান করে থাকেন। শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট সময় পাঠদানের পরও যদি কোনো ছাত্র/ছাত্রীর কোনো বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক পুনরায় তা সমাধান করে দেন।

প্রাতঃকালীন সমাবেশ

শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পূর্বে নিয়মিত রবিবার ও মঙ্গলবার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সকল শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

ক্লাসের সময়সূচি

শুক্রবার-শনিবার এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ০৮.০০ ঘটিকা থেকে ১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত কলেজের শ্রেণি কার্যক্রম চলমান থাকে।

শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি অবহিতকরণ

কোনো শিক্ষার্থী ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে তা SMS এর মাধ্যমে অভিভাবকগণকে সকাল ১০.৩০ ঘটিকার মধ্যে অবহিত করা হয়।

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা

প্রথম বর্ষে অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষে প্রাক-নির্বাচনি ও নির্বাচনি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও প্রতি পর্বে দুটি করে শ্রেণি অভীক্ষা নেওয়া হয়।

অভিভাবক সমাবেশ

অভিভাবক সমাবেশে সভাপতিত্ব করছেন এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ।

একাডেমিক ক্যালেন্ডার

প্রতি শিক্ষাবছরের শুরুতে শ্রেণি কার্যক্রম, পরীক্ষাসহ যাবতীয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করে **একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও পাঠ্যসূচি** প্রদান করা হয়।

বার্ষিক ম্যাগাজিন

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলচিন্তা ও উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রতিবছর প্রকাশিত হয় বার্ষিক **ম্যাগাজিন 'অর্জন'**।

ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন

কলেজটি সম্পূর্ণরূপে ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত। এ কারণে উক্ত কর্মকাণ্ডে কোনো ছাত্র-ছাত্রী দোষী প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

শিক্ষাসফর

শুধু পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক জ্ঞান নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চাকে আরও গভীর ও অর্থবহ করে তুলতে গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ প্রতি বছর শিক্ষাসফরের আয়োজন করে।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মহাকাশজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী করে তুলতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে নভোথিয়েটারে গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ।

শিক্ষার্থীদের পোশাক

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি - ছাত্র

গ্রীষ্মকালীন

১। সাদা হাফ শার্ট ৩৫x৬৫ কাপড় / টরে কাপড়ের। ১টি বুক পকেট, সোল্ডার ফ্ল্যাপসহ। মনোগ্রাম, কলেজের নাম, শ্রেণি ও হাউজভিত্তিক চারটি ভিন্ন রঙের সোল্ডার এবং ডান পাশে বুকের উপর ইংরেজিতে নেইম ট্যাগ।

২। নেভি-ব্লু প্যান্ট (টেট্রন কাপড়ের)। ২টি ক্রস পকেট, সামনের দিকে ডানে ও বামে দুটি করে টিকেন এবং ছয়টি লুপ থাকবে।

৩। কালো অক্সফোর্ড সু, কালো মোজা ও কালো বেল্ট (রূপালি বক্‌লেস)।

শীতকালীন

১। সাদা ফুল শার্ট ৩৫x৬৫ কাপড় /টরে কাপড়ের। ১টি বুক পকেট, সোল্ডার ফ্ল্যাপসহ। মনোগ্রাম, কলেজের নাম, শ্রেণি ও হাউজভিত্তিক চারটি ভিন্ন রঙের সোল্ডার এবং ডান পাশে বুকের উপর ইংরেজিতে নেইম ট্যাগ।

২। নেভি-ব্লু প্যান্ট (টেট্রন কাপড়ের)। ২টি ক্রস পকেট, সামনের দিকে ডানে ও বামে দুটি করে টিকেন এবং ছয়টি লুপ থাকবে।

৩। কালো অক্সফোর্ড সু, কালো মোজা ও কালো বেল্ট (রূপালি বক্‌লেস)।

৪। মনোগ্রামযুক্ত ফুল হাতা মেরুন সোয়েটার।

৫। নেভি-ব্লু রঙের টাই।

শিক্ষার্থীদের পোশাক

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি - ছাত্রী

গ্রীষ্মকালীন

১। স্কাই-ব্লু কামিজ ৩৫×৬৫ কাপড়/টরে কাপড়ের। পেছনে চেইন, শার্ট কলার সোল্ডার ফ্ল্যাপসহ। লুজ ফিটিং হাফ হাতা, সাইড কাটা হবে। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, ১.৫ ইঞ্চি চওড়া কাপড়ের বেল্ট। মনোগ্রাম, কলেজের নাম, শ্রেণি ও হাউজভিত্তিক চারটি ভিন্ন রঙের সোল্ডার এবং ডান পাশের ওড়নায় বুকের উপর ইংরেজিতে নেইম ট্যাগ।

২। সাদা সালোয়ার, ক্রসবেল্ট সাদা ওড়না, কালো পাম্প-সু ও সাদা মোজা।

শীতকালীন

১। স্কাই-ব্লু কামিজ ৩৫×৬৫ কাপড়/টরে কাপড়ের। পেছনে চেইন, শার্ট কলার সোল্ডার ফ্ল্যাপসহ। লুজ ফিটিং হাফ হাতা, সাইড কাটা হবে। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, ১.৫ ইঞ্চি চওড়া কাপড়ের বেল্ট। মনোগ্রাম, কলেজের নাম, শ্রেণি ও হাউজভিত্তিক চারটি ভিন্ন রঙের সোল্ডার এবং ডান পাশের ওড়নায় বুকের উপর ইংরেজিতে নেইম ট্যাগ।

২। সাদা সালোয়ার, ক্রসবেল্ট সাদা ওড়না, কালো পাম্প-সু ও সাদা মোজা।

৩। ফুল হাতা মেরুন কার্ডিগান।

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র বহন করা বাধ্যতামূলক।

নিয়ম-শৃঙ্খলা

- ইউনিফর্ম এবং জুতা সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পরিচয়পত্র, নেইম ট্যাগ, হাউজ কালার এবং মনোগ্রাম নির্ধারিত স্থানে ব্যবহার করতে হবে।
- ছাত্রদের কালো প্লেইন বেল্ট ব্যবহার করতে হবে।
- ছাত্রদের সর্বদা চুল ছোট রাখতে হবে। ছাত্রীদের চুল দুই বেণী করে রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কোনো প্রকার অলঙ্কার পরিধান করতে পারবে না।
- শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট দিবসে নির্ধারিত পোশাকে কেন্দ্রীয় সমাবেশে উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক। সমাবেশ স্থলে লাইন করে আসতে হবে এবং সমাবেশ শেষে লাইন করে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতে হবে।
- ক্লাস চলাকালে বা টিফিন পিরিয়ডে জরুরি কাজ বা অসুস্থতার জন্য প্রতিষ্ঠানের বাইরে যেতে হলে অধ্যক্ষ/ উপাধ্যক্ষ/ শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর সম্বলিত অনুমতিপত্র গেইটম্যানকে প্রদর্শন করতে হবে।
- অনুমতি ব্যতীত কলেজ শাখার শিক্ষার্থীরা স্কুল ভবনে এবং স্কুল শাখার শিক্ষার্থীরা কলেজ ভবনে যেতে পারবে না।
প্রতিষ্ঠানের সম্পদের কোনরূপ ক্ষতি সাধন এবং দেয়াল, দরজা, জানালা ইত্যাদিতে কোনো কিছু অঙ্কন করা বা লেখা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।
- রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিনের বই, খাতা এবং ডায়েরি অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। ডায়েরির পাতা কোনক্রমেই ছেঁড়া যাবে না।
- ক্লাস সমাপ্তির পর বই, খাতা ইত্যাদি চেক করে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে হবে। কারো কোনো জিনিস না বলে নেওয়া অপরাধ। এই ধরনের অপরাধের জন্য জরিমানাসহ সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীকে ছাড়পত্র দেওয়া হতে পারে।
- ক্যান্টিনের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। টিফিন পিরিয়ডে লাইন করে খাবার সংগ্রহ করতে হবে। ক্যান্টিন সম্পর্কিত যেকোনো অভিযোগ শ্রেণি শিক্ষককে অবহিত করতে হবে।
- টিফিন পিরিয়ডে বারান্দায় দৌড়াদৌড়ি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং স্কুল/কলেজ ভবনের নিচে খালি জায়গায় খেলা করা যাবে না।
- পানি ও বিদ্যুতের অপব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। টয়লেট ও বেসিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ক্লাস ত্যাগের পূর্বে জানালা বন্ধ করা সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- ক্লাস চলাকালে বারান্দায় চলাচল করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- একে অন্যের হাত ধরে, কাঁধে হাত রেখে অথবা পকেটে হাত রেখে হাঁটা নিষিদ্ধ।
- ক্লাসে গল্পের বই, পত্রিকা, ক্যামেরা, ওয়াকম্যান ও মোবাইল ফোন ইত্যাদি নিয়ে আসা নিষিদ্ধ।
- নিয়মিত শ্রেণি অভীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

WSDG ২০২৬ বাংলাদেশ জাতীয় পর্বে রোবটিক্স ও ড্রোন শাখায় দ্বাদশ শ্রেণির দুইজন শিক্ষার্থী সেকেন্ড রানার-আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে এবং বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ হিসেবে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য রোবটিক্স ও ড্রোন শাখায় প্রকল্প প্রদর্শন করতে যাচ্ছে।

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে SEGI University তে অনুষ্ঠিতব্য World Invention Competition and Exhibition (WICE) এবং ইন্দোনেশিয়ার Universitas Indonesia, Depok এ অনুষ্ঠিতব্য International Science and Invention Fair (ISIF)-এ 'Hexaglide' প্রকল্প-২০২৬ উপস্থাপনের গৌরবময় সুযোগ পেয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের দ্বাদশ শ্রেণির দুইজন মেধাবী শিক্ষার্থী।

ইন্দোনেশিয়ার Faculty of Pharmacy, Universitas Pancasila, Jakarta এ অনুষ্ঠিতব্য World Science Environment and Engineering Competition (WSEEC)-এ 'Radiant' প্রকল্প-২০২৬ উপস্থাপনের গৌরবময় সুযোগ পেয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের দ্বাদশ শ্রেণির দুইজন মেধাবী শিক্ষার্থী।

বিজ্ঞান মেলা ২০২৬ এ নিজেদের উদ্ভাবনী প্রজেক্টের ধারণা ও কার্যপ্রণালি তুলে ধরছে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা।

আন্তঃহাউজ বার্ষিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর মঞ্চে যুক্তি, জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করছে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা।